দৈনিক
ইনকিলাব

12 MAY 2003
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

উচ্চশিক্ষার সুযোগ ও পরিবেশ নেই

কলেজ অব লেদার টেকনোলজি

সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ

বাংলাদেশ কলেজ অব লেদার টেকনোলজিতে বর্তমানে আধুনিকায়নের ছোঁয়া লাগলেও এখনো এমএসসি কোর্স চালু করার উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে না। পাশাপাশি প্রয়োজনীয় তিনটি বিষয় চালু করারও লক্ষণ নেই। ফলে দেশে চামড়া খাতে উচ্চ প্রযুক্তি সম্পন্ন উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব হচ্ছে না।

এক নজরে লেদার কলেজ

বাংলাদেশ কলেজ অব লেদার টেকনোলজি হচ্ছে বাংলাদেশে প্রাচীনতম টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট। হাজারীবাগে বিডিআর গেটের কাছে ১৩.৫ একর জমির ওপর এর বিশাল ক্যাম্পাস। উপমহাদেশ বিভাগের পর পর এটা ইস্ট বেঙ্গল ট্রেনিং ইনস্টিটিউট ফর দা হিউম্যান রিসোর্স ডেভেলপমেন্ট অব লেদার প্রডাক্টস সেক্টর হিসাবে থাকে। তবে সরকারীভাবে এটা ১৯৪৯ সালের জুনে এবং একাডেমিক কাজকর্ম শুরু হয় ১৯৫২ সালে। এ সময় সামান্য অবকাঠামো তৈরী হয়। তাই প্রথমে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ের অধীন থাকলেও পরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে এবং প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ডাইরেক্টর অব টেকনিক্যাল এডুকেশনের ওপর ন্যস্ত হয়। দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব লেদার টেকনোলজি ডিপ্লোমা হিসাবে বিবেচিত ছিল। পরে এর গুরুত্ব অনুধাবন করে ১৯৭৯-৮০ সালে ব্যাপক উন্নয়ন ঘটানো হয়। তখন থেকে এটা বাংলাদেশ কলেজ অব লেদার টেকনোলজি হিসাবে নামকরণ করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান অনুষদের অধীনে বাংলাদেশ কলেজ অব লেদার টেকনোলজিতে বিএসসি টেকনোলজি ইন লেদার, ফুট ওয়্যার, লেদার প্রোডাক্টসের ৪ বছর মেয়াদি কোর্স চালু আছে। প্রতিটি বিষয়ে ৪০টি আসন রয়েছে। বর্তমানে কলেজে প্রায় ৭০০ জন ছাত্রছাত্রী রয়েছে। রয়েছে ছাত্রদের দুটি আবাসিক হল। রয়েছে ৪০ জন শিক্ষক।

কয়েকটি সমস্যা

কলেজটিতে মাস্টার্স কোর্স চালু করার দাবি দীর্ঘদিনের। তাছাড়া যুগের সাথে তাল মিলিয়ে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মান বজায় রাখতে তিনটি বিষয় অন্তর্ভুক্তিও জরুরী। এ বিষয়গুলো হলো– ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট এন্ড পলিউশান কন্ট্রোল, বায়োটেকনোলজি বিভাগ ও পলিমার সায়েন্স। শিক্ষকরা জানান, এ বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত হলে কলেজের শিক্ষার্থীদের ভর্তির হার বেড়ে যাবে।

কলেজ অব লেদার টেকনোলজি ভবন

ছাত্রদের সমস্যা

কলেজের ছাত্রছাত্রীদের জন্য রয়েছে মাত্র দু'টি আবাসিক হল। হল দু'টিরই নাম কুদরত-ই-খুদা হল। একটিকে সংস্কার করা হচ্ছে। অপরটি জরাজীর্ণ। দু'টো হলেই ছাত্ররা গাদাগাদি করে থাকে। হলের পরিবেশ যে কত নোংরা তা চোখে না দেখলে বোঝা যায় না। কোনো কোনো রুমে সাত থেকে আট জন ছাত্রকে ফ্লোরিং করতে দেখা যায়। বাথরুম-টয়লেটের পরিবেশ নোংরা। অনেকগুলো টয়লেটের দরজা ভাঙা, বাতি নেই। এগুলোর আশপাশ দিয়ে যাওয়ার সময় নাকে হাত চেপে যেতে হয়। দুর্গন্ধ ও নোংরা পরিবেশের কারণে টয়লেটের পাশের রুমগুলো ছাত্রদের দরজা-জানালা বন্ধ করে কাটাতে হয়।

ডাইনিং সমস্যা

আবাসিক হলের ছাত্রদের ডাইনিং-এ খাবারের মান নিম্ন। যেহেতু ছাত্র সংখ্যা কম, তাই কর্তৃপক্ষ বিকল্প ব্যবস্থায় ডাইনিং চালু রেখেছে। কিন্তু বিকল্প ব্যবস্থার মানসম্পন্ন খাবার ব্যবস্থা করা যাচ্ছে না। তাছাড়া ডাইনিং-এ বিশুদ্ধ খাবার পানির সংকট রয়েছে। ছাত্ররা জানায়, কলেজ এলাকাটি ট্যানারি সংশ্লিষ্ট এলাকায় তাই সহজে বিশুদ্ধ পানি পাওয়া দুষ্কর। তারা হলে ফিল্টার মেশিন স্থাপনের দাবি জানায়। ছাত্ররা ক্যাম্পাসেও বিশুদ্ধ পানির জন্য ফিল্টার স্থাপনের দাবি করেছে।

ছাত্রীদের আবাসিক সমস্যা

বর্তমানে কলেজে প্রায় ১০০ জন ছাত্রী রয়েছে। এদের জন্য আবাসিক হল নেই। তবে শিক্ষকদের একটি কোয়ার্টারে বিকল্পভাবে ছাত্রীদের আবাসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এখানে নিরাপত্তাজনিত ত্রুটির কারণে বেশ কয়েকবার অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে। তাছাড়া কলেজ ক্যাম্পাসে পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা না থাকার কারণে অনেক অঘটন ঘটে। তবে কয়েকজন ছাত্র জানায়, আগের চেয়ে পরিস্থিতি অনেক উন্নত হয়েছে।

স্বাস্থ্য সমস্যা

কলেজের অবস্থানটি ট্যানারি শিল্পকে ঘিরে। পুরো এলাকা পলিউশান সর্বজনস্বীকৃত। ছাত্ররা জানায়, তারা প্রায়ই স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগেন। একজন ছাত্র জানায়, কয়েকদিন আগে তিনি জন্ডিস হয়েছিল। জানা গেছে, কলেজের জন্য একটি পরিপূর্ণ মেডিকেল ইউনিট স্থাপন জরুরী। কেননা আগের চেয়ে কলেজের পরিসর অনেক বেড়েছে। ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যাও বেড়েছে।

শেষ কথা

প্রযুক্তির উন্নয়নের যুগে চামড়া খাতে উচ্চ প্রযুক্তি সম্পন্ন উন্নয়ন ঘটানো দরকার। এ জন্য কলেজ অব লেদার টেকনোলজি বর্তমানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে। আর সেজন্য কলেজটির ব্যাপক উন্নয়ন ঘটানো দরকার। পাশাপাশি যেহেতু ট্যানারি শিল্পে অস্থিরতা রয়েছে তাই সরকারীভাবে চাকরির পদ তৈরী করা দরকার। সেজন্য বিভিন্ন সেক্টরে লেদার টেকনোলজিস্ট পদ সৃষ্টি করতে হবে। জেলা-উপজেলায় এ পদ পূরণে সরকারের আন্তরিকতার দরকার রয়েছে বলে অভিজ্ঞমহল মনে করেন। তাহলেই কলেজে গ্রহণযোগ্যতা আরো বাড়বে।

নতুন আবাসিক হল হচ্ছে এবং অন্যান্য সমস্যার সমাধানে সরকার আন্তরিক

—ডঃ মোঃ ফজলুল করিম
প্রিন্সিপাল
বাংলাদেশ কলেজ অব লেদার টেকনোলজি

বাংলাদেশ কলেজ অব লেদার টেকনোলজি কলেজের প্রিন্সিপ্যাল ডঃ মোঃ ফজলুল করিম কলেজের বিভিন্ন সমস্যা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে প্রথমেই লাইব্রেরীতে পর্যাপ্ত বই নেই বলে যে অভিযোগ রয়েছে এ ব্যাপারে তিনি বলেন, এবার ৮০ লাখ টাকার বই কেনা হয়েছে। ছাত্ররা চায় বই বাসায় নিয়ে পড়তে। কিন্তু বইগুলো দামী। তাই এগুলো বাসায় নেয়া যাবে না। লাইব্রেরীতে সুষ্ঠু পরিবেশ রয়েছে বই পড়ার। মেয়েদের আবাসিক সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়ে তিনি বলেন, নতুন হল নির্মাণ হচ্ছে। পাশাপাশি ছেলেদের জন্যেও হল নির্মাণ হচ্ছে। হলের নিরাপত্তা ব্যাপারে জানতে চাইলে তিনি বলেন, আগে কিছু সমস্যা ছিল, এখন নেই। ডাইনিং সমস্যার সমাধানও হবে বলে তিনি আশা করেন। তিনি বলেন, বাকী সমস্যাগুলো সমাধানে সরকারসহ সকলেই আন্তরিক। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, নতুন একাডেমিক ভবনসহ আবাসিক হলগুলো নির্মাণ শেষ হলে কলেজের সৌন্দর্য যেমন বৃদ্ধি পাবে তেমনি লেখাপড়া করার সুষ্ঠু পরিবেশও তৈরী হবে।